পর্বঃ১৪
আজ রবিবার পল্লবী তার স্বামী শুভংকর ও একমাত্র ছেলে পুলককে ডাক্তার দেখাতে নারায়নগঞ্জ যাবে।নারায়নগঞ্জ মেডিকেলের নিউরো মেডেসিন বিশেষজ্ঞ ও বাত ব্যাথা প্যারালাইজড বিশেষজ্ঞ দু'জন ডাক্তার তাদের চিকিৎসা করছে।প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের রবিবারে প্রাইভেট চেম্বারে সন্ধার পর দেখাতে হয়।আজ পল্লবীর খুড়া শ্বশুর দেবুকাকাকে এম্বোলেন্স সংঙ্গে করে নারায়নগঞ্জ মিউনিসিক্যাল মার্কেটে আসে।এ মার্কেটের ২য় তলায় ডাঃউওম কুমার সাহা ও সৌমিত্র সরকারের চেম্বার।এখানে কয়েক ডজন ডাক্তারের চেম্বার।প্লেইন সিঁড়ি দিয়ে রোগী তোলার সময় কমলাক্ষ পল্লবীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিন্তু পল্লবী কমলাক্ষকে চিনতে পারিনি।
কমলাক্ষকে না চিনতে পারার কারন জাতিসংঘের শান্তি মিশনে ইরাক-কুয়েত যুদ্ধে আহত কমলাক্ষের সেরে উঠতে দীর্ঘ ৩ বছর সময় লেগেছিল।কমলাক্ষের মানসিক পরিবর্তনের পাশাপাশি শারিরীক পরিবর্তন হয়েছিল অনেক।প্রচন্ড গোলাবারুদের আঘাতে তার মুখমন্ডল পুরুটাই ঝলসে গিয়েছিল।ফলে ইরাকের এয়ারস্ফোর্স সার্জারি ডাক্তার কমলাক্ষের মুখমন্ডল প্লাষ্টিক সার্জারি করেছিল।ফলে তার পরিচয় পত্রের পাসপোর্ট অস্পষ্ট ছবি দেখে প্লাষ্টিক সার্জারি করায় কমলাক্ষের পূর্বের চেহারার সাথে বর্তমান চেহারার মুখের আদৌ মিল ছিল না।